Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.58-62
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আধুনিক সংস্কৃত ছোটগল্প ও নাটকে বর্ণিত সমসাময়িক সমস্যা : একটি অধ্যয়ন

পবিত্র ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্র, সংস্কৃত বিভাগ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়, পশিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

'Problem' is an undesirable aspect of human life but problem-free human life cannot be imagined. Where contemporary issues are observed in the mirror literature of society, there is no doubt that contemporary problems will find a place effortlessly. Modern Sanskrit literature (i.e. short stories and plays), like other provincial literatures, reflects the problems of contemporary human life. Although people have become modern with the passage of time, medieval problems like caste system, oppression of women, disrespect to women, discrimination of religion-caste-nation still exist equally today. Although the development of human life has kept pace with the times, the decline of humanity has also happened rapidly. The depth of emotion has diminished. Spiritual relationships have become increasingly artificial. Everywhere selfishness, greed, lust has become predominant in life. Politics, abuse of power, nepotism have made human life miserable. Unemployment and labor movement have taken the shape of an explosion. Naturally, these subjects have become one of the preoccupations of modern Sanskrit writers and the problematic stories of human life have been written in their pens.

Key Words: Contemporary Problems, Drama, Modern Sanskrit Literature, Politics, Short Stories, Women, Workers, Unemployment.

ভূমিকা: মানবজীবন সমস্যাবৃত। সমস্যাবিহীন মানবজীবন কল্পনাতীত। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, সমস্যা-সমাধানের মধ্য দিয়েই মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত। এই মানবজীবন ব্যাক্তিকেন্দ্রিক, ব্যাক্তি সমাজকেন্দ্রিক। স্বাভাবিকভাবে মানবজীবনের সমস্যাগুলি সামাজিক সমস্যারূপে পরিগণিত। বিশ্বসৃষ্টির অনন্তর মানবসৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকে মানুষকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা আমার ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। বলা হয় সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সেই দর্পণে পরিদৃশ্যমান মানবজীবনের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সমস্যা-সমাধানের বাস্তব চিত্র। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য তার ব্যাতিক্রম নয়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মতো আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিটি ছত্রে মানবজীবনের সমসাময়িক সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। এই শোধপত্রে আধুনিক সংস্কৃত ছোটগল্প ও নাটকে বর্ণিত সমসাময়িক সমস্যার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের অবসানে আধুনিক যুগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । রাজার পরিবর্তে দল হয়ে উঠেছে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটেছে কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের বিভেদ আরও প্রকট হয়েছে । শিক্ষা কেবল নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করেছে । কিন্তু তার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্ব । চাকরী ক্ষেত্রে চলেছে স্বজনপোষণ । ব্যাবসা ক্ষেত্রে বেড়েছে কালোবাজারি । বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ আধুনিক হয়েছে ঠিকই কিন্তু পনপ্রথার মতো মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা থেকে মানুষ এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি । কালো মেয়েদের দুর্দশা আজও সমাজে বিদ্যমান । অসবর্ণে বা ভিনজাতিতে বিবাহ দেখা দিলেও তাদের পড়তে হয়েছে সমাজের উঁচু স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গের রোষানলে । ঘটেছে অনার কিলিং-এর মতো ঘটনা । বিদ্যার থেকে বিত্ত হয়েছে পূজনীয় । জননেতার থেকে

অভিনেতা হয়েছে আদরণীয় । নির্বিচারে চলেছে ক্ষমতার অপব্যাবহার । সাম্প্রতিককালে উক্ত বিষয়গুলিই হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক সাহিত্যিকদের উপজীব্য । স্বাভাবিকভাবে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে এর বিস্তর প্রভাব পড়েছে । এই শোধপত্রে কয়েকটি নির্বাচিত আধুনিক সংস্কৃত ছোটগল্প ও নাটকে প্রতিপাদিত সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও ব্যাক্তিগত সমস্যাগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

১) মানবতার অবক্ষয়জনিত সমস্যা: যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হয়েছে । উন্নত হয়েছে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি । কিন্তু তার সাথে সাথেই হ্রাস পেয়েছে মানুষের আবেগ, দূরত্ব বেড়েছে সম্পর্কে, দেখা দিয়েছে মূল্যবোধের অভাব । আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে মানুষ আর একে অপরের দুঃখ-কষ্টে সহমর্মী হয়ে উঠতে পারছে না । আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের অভাব পরিদৃশ্যমান । তারাপদ ভট্টাচার্য্যের 'পট্টকাষ্ঠিকা' গল্পে জীবিত স্বামীকে মৃত ধরে নিয়ে ডাক্তার, বৈদ্য, জ্যোতিষী সকলকে স্ত্রী ডেকে পাঠায় । স্ত্রীর চিৎকারে জেগে উঠে স্বামী জল, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে । অথচ স্বামীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ভেবে স্ত্রী হবিষ্যের জোগাড় করে, স্বামীর বন্ধু চরণও জীবিত বন্ধুকে মৃত ভেবে নিয়ে তার মাথায় তুলসী পাতা ছোঁয়ায় । জীবিত মানুষকে ইচ্ছাকৃত মরণাপন্ন ভেবে তার প্রতি এমন আচরণ মানবিকতার অবক্ষয়ের পরিচয়ই বহন করে । স্বামীর জীবনের থেকে মরণই যেন হয়ে উঠেছে স্ত্রীর কাম্য । স্বামীর মৃত্যু না হওয়ায় বিরক্ত, আশাহত, ক্রুদ্ধ স্ত্রী বলে ওঠে, *'অয়ং জীবনে মাং দদাহ, মরণেঽপি ধক্ষ্যতি।'*[১] । আবার প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদে যেখানে সাধারণের মুখে খাবার রোচে না, সেখানে অশৌচ হওয়ার আগে বঙ্গমোহিনীর খাওয়ার দৃশ্য আধুনিক সমাজে মানবতার অবক্ষয়জনিত সমস্যাকে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে । সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'ননাবিতাড়নম্' নাটকেও অমানবিকতার নিদর্শন দেখা যায় । নাটকের কাহিনী অনুসারে অসুস্থ ননাদেবীর জ্ঞান না ফেরায় যাতে চিরদিনের মতো তার জ্ঞান না ফেরে, সেই ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হয় পূরবী ও উত্তরা ।

'পূরবী - কিন্তু ননাদেবী তু অধুনাপি সংজ্ঞাং ন লব্ধবতী । কিং বিধেয়ম্ ?
উত্তরা (স্বগতম) - চিরমেব লুপ্তসংজ্ঞা যথা স্যাৎ সদেব বিধস্যতে ।'[২]

২) রাজনীতি ও ক্ষমতার অপব্যাবহারজনিত সমস্যা: রাজতন্ত্রের অবসানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সুবিধাবাদী কিছু রাজনৈতিক নেতা কালে কালে গণতন্ত্রের অবমাননা করে এসেছেন । তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার অপব্যাবহার করে চলেছেন। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বিশ ও একুশ শতকের বেশ কিছু নাট্যসাহিত্যে । রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'মশকধানী' নাটকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার আস্ফালন, তৎসহ ভোগবাদী সমাজের নগ্নরূপ পরিদৃশ্যমান । দাগী অপরাধী হয়েও ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় আশ্রিত হওয়ার কারণে অপরাধী অপরাধমুক্ত, তার সাতখুন মাফ । এ যেন বর্তমান সমাজের রাজনীতির বাস্তবচিত্র । আবার উক্ত নাটকে মুখ্যমন্ত্রীর শালার ভাগ্নের ভাইপো হওয়ার কারণে চাকরি পাওয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যাবহারকেই প্রদর্শন করে । গণতন্ত্রপ্রধান ভারতবর্ষের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ প্রদর্শিত হয়েছে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'অথ কিম্' নাটকে । উক্ত নাটকে ভোটের পূর্বে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, নেতাদের বক্তৃতা শ্রবণে জনগণের প্রবল অনিচ্ছা, সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি সাধারণ মানুষের অবিশ্বাস, ভোটের সময় শাসকদলের কারচুপি ইত্যাদি বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে । আবার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকে সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের মধ্যে সর্বকালীন দুর্নীতি, রাজনৈতিক নেতাদের লোভ-লালসা, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের রাজনীতিকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আড়ালে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি, নৈতিকতা দূরে ঠেলে দিয়ে কেবল অর্থ-নারী-ক্ষমতার লোভে দল পরিবর্তন, কোনোরূপ রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকা সত্ত্বেও চিত্রাভিনেত্রীদের মন্ত্রী বা সাংসদ পদে নির্বাচিত হওয়া, মন্ত্রী সভায় অনাস্থা প্রস্তাব এনে অধিবেশন ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা, দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতাদের অর্থলোভী মানসিকতার মতো আধুনিক যুগের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উঠে এসেছে ।

৩) বেকারত্ব ও স্বজনপোষণজনিত সমস্যা: বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতে যুবসমাজে যে সকল সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল এই 'বেকারত্ব' । এই বেকারত্বের অন্যতম কারণ হল সমাজের বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী ব্যাক্তিবর্গের অঙ্গুলী হেলনে চাকরিক্ষেত্রে স্বজনপোষণতা । আধুনিক যুগে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে কিন্তু সেই শিক্ষার সমানুপাতে চাকরিক্ষেত্রে পদের সৃষ্টি না হওয়ায় চাকরিক্ষেত্রে কঠিন প্রতিযোগিতা দেখা দেয় । এই মুহূর্তে কিছু বিত্তবান, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ নিজেদের ক্ষমতার অপব্যাবহার করে চাকরিক্ষেত্রে নিজের পরিচিত বা আত্মীয়গণকে সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে । ফলে বর্তমান সমাজে বেকারত্ব একটা বিস্ফোরণের আকার

ধারণ করে । এই বেকারত্ব ও স্বজনপোষণকে উপজীব্য করে ভারতবর্ষে বহু প্রাদেশিক সাহিত্য রচিত হয়েছে । সংস্কৃত সাহিত্যেও সেই ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে । হরিদত্ত শর্মার 'সাক্ষাৎকারীয়ম্' গল্পে শিক্ষাজগতের নিয়োগ সম্পর্কিত দুর্নীতি চোখে পড়ে । রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'বায়বা' গল্পে পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণারত গবেষক গবেষিকাদের viva সম্পর্কিত গভীর সমস্যা পরিদৃশ্যমান । আবার রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'মশকধাণী' নাটকে মুখ্যমন্ত্রীর শালার ভাগ্নের ভাইপো হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠীর কাছে চাকরী পাওয়ার বিষয়টি স্বজনপোষণের দৃষ্টান্তকেই তুলে ধরে।

৪)পণপ্রথা, নারী নির্যাতন ও নারীসমস্যা: পণপ্রথা থেকে নারী নির্যাতন, বিধবাদের যন্ত্রণা থেকে কর্মরতা নারীদের সমস্যা, সংসার থেকে সমাজ প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলা প্রভৃতি বিষয়গুলি আধুনিক যুগে ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে । স্বাভাবিকভাবেই উক্ত বিষয়গুলি আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের কাছে প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে এবং তাদের কলমে রচিত হয়েছে নারী জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী । বিবাহের পূর্বে নারী যেন পিতা-মাতার কাছে এক বোঝা, বিবাহের পর কখনও স্বামী কখনও বা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে সে হয় অত্যাচারিতা, আবার স্বামী গত হলে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ির কাছে সে হয়ে ওঠে চক্ষুশূল । এমনই কঠিন ধারাবাহিকতায় যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত নারী জীবন । নারীজীবনের এই সমস্যা থেকে মৃত্যুই যেন হয়ে উঠেছে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ । চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'সুশীলা' গল্পে বর্ণিত হয়েছে সুশীলা নামক শান্ত স্বভাবা রূচি সম্পন্না এক নারী কিভাবে এক মাতাল লম্পট স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হতে একসময় মৃত্যু বরণ করে । শ্রীবেনুধর তর্কতীর্থ বিরচিত 'বেলা' ছোটগল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে বেলাকে কেন্দ্র করে । পিতৃ-মাতৃহীন বেলার বিয়ে হয় দ্বাদশ বৎসর বয়সে । কিন্তু শাশুড়ির কুটিলতায় স্বামীসুখ তার ভাগ্যে জোটেনি । নিষ্ঠুরা মুখরা শাশুড়ি ছেলেকে বুঝিয়ে দেয় তার স্ত্রী বেলা তার মাতৃদ্বেষিণী । সবকিছু বুঝতে পেরেও প্রতিবাদ করতে পারেনি বেলা । তাকে নিরস্ত্র করেছিল তার মৃত পিতার উপদেশবাণী ,

'সেবিকায়াঃ কেবলং সেবায়াম্ অধিকারঃ, সুখং দুঃখং ঘৃণাং লজ্জাং সর্ব্বমেব বিহায় পতিসেবা কর্তব্যা... [৩] ।

ঘটনা পরম্পরায় সন্ধ্যে বেলায় পরপুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপের অপরাধে শ্বশুরালয় থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় বেলাকে । তারাপদ ভট্টাচার্য্যের 'বিষমপ্যমৃতম্' ছোটগল্পে এক স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । স্বভাব দোষে প্রলম্ব প্রতিনিয়ত মন্দাকিনীকে প্রহার করতে থাকে । প্রহারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । লেখকের ভাষায়,

'তাড়নং ক্রমশো গুরুতরং জাতম্[৪]।

তারাপদ ভট্টাচার্য্যের 'শৈবালী' গল্পে এক ট্যারা, কালো, খর্বাকৃতি মেয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । গায়ের রঙের কারণে সে কখনো কারো কাছে বিন্দুমাত্র আদর যত্ন পায়নি। পিতার কথায় সে ছিল, *'কৃষ্ণায়াং নিস্তারকা অমানিশেব*[৫] । শৈবালী কৃষ্ণকায়া বলে তার বিয়ের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ভিটে মাটি না শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়, এই ভেবে সন্ত্রস্ত থাকত শৈবালীর পিতা-মাতা । কালক্রমে তার বিয়ে হয় গোবিন্দের সঙ্গে । সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে চেষ্টা করত স্বামীর মন জয় করতে । কিন্তু সে ব্যার্থ হয়। তার স্বামী এক গৌরবর্ণা চন্দ্রমল্লিকার প্রতি আকৃষ্ট হয় । কেবলমাত্র গায়ের রং কালো বলে সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে সে ছিল লাঞ্ছিত, অবহেলিত । তার জীবনের শেষ প্রার্থণা ছিল, পরজন্মে সে যেন চন্দ্রমল্লিকার মতো গৌরবর্ণা হয়েই জন্ম নিতে পারে । ফর্সা ও কালোর ভেদাভেদ আধুনিক যুগেও বিদ্যমান । কালো মেয়েকে বিয়ে করতে পাত্রপক্ষ আজও অধিক পনের দাবি জানিয়ে থাকে । তারাপদ ভট্টাচার্য্যের 'শৈবালী' গল্পে প্রতিপাদিত কালো মেয়ে শৈবালীর সমস্যা যেন আধুনিক সমাজের বাস্তবিক সমস্যার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে ।

বিধবা নারীদের অন্যতম আশ্রয় হল তাদের বাপের বাড়ি । আবার ভাই বোনের সম্পর্ক হওয়া উচিত ভীষণ মধুর । একে অপরের দুঃখ কষ্টে সহমর্মিতা একান্ত কাম্য । কিন্তু বাস্তবে মাঝে মাঝে তার উল্টোটাই ঘটে । শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'বিবাহ-বিড়ম্বনম্' নামক প্রহসনে এমনই এক কাহিনী আমরা দেখতে পাই । যেখানে এক বিধবা বোনের প্রতি ভাইয়ের চরম দুর্ব্যবহারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । ষষ্ঠোর্ধ বৃদ্ধ রতিকান্ত নিজের বিধবা বোনকে পরিচারিকার চোখে দেখে, পরিচারিকাদের সঙ্গেই রাখে এবং সকলের সামনে নিজের বোনকে পরিচারিকারূপে পরিচয় দিয়ে থাকে । সে নিজের সহদোরা ভগিনীকে *'বৈধব্য-দাব-দগ্ধমুখী শৃগালী*[৬] বলে সম্বোধন করে । কখনও আবার *'বিধবা-মুখদর্শনং যাত্রাভঙ্গায় ভবতি*[৭] বলে সে নিজের বোনকে অপমান করে । এই প্রহসনে আধুনিক সমাজের দুটি অনাকাঙ্ক্ষিত দিক ফুটে উঠেছে । প্রথম, বোনের প্রতি ভাইয়ের দুর্ব্যবহার । দ্বিতীয়, বিধবাদের প্রতি মানুষের রূঢ় মানসিকতা ।

পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি । যে ব্যাধির কবলে কেবল নারীকেই শেষ হতে হয়নি, তার সাথে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী পুরুষকেও পড়তে হয়েছে বিস্তর সমস্যায় । অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্রের 'অভিষ্টমুপায়ণম্' নাটিকাতে পনপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো, পন না নিয়ে বিয়ে করা, ফলস্বরূপ পরিবারের বিরাগভাজন হওয়া এক পুরুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । আবার হরিদত্ত শর্মার 'বধূদহনম্' নাটকে উচ্চ শিক্ষিতা প্রমীলাকে বিয়ে করে পুত্র যোগ্য পন পায়নি বলে মনে করে প্রমীলার শ্বশুর-শাশুড়ি । পরবর্তীকালে প্রমীলাকে হত্যা হতে হয় । বর্তমান যুগেও পন দিতে অপারগ বধূর হত্যার কাহিনী সংবাদপত্রে নিত্য পরিলক্ষিত হয় । নোদনাথ মিশ্রের 'কুর্যাৎ সদা মঙ্গলম্' নাটকে বর্ণিত হয়েছে 'নীরজা' নামে এক অভাগিনীর কাহিনী । বিয়ের পূর্বে সে ছিল পিতা-মাতার কাছে বোঝা এবং বিয়ের পর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের কাছে সে হয়েছিল মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের শিকার । অবশেষে মৃত্যুতেই তার চিরমুক্তি ঘটে । এভাবেই শ্রীনিবাস দীক্ষিতের 'অমৃতা', রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'সোমপ্রভম্', নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের 'কৌলীন্যপরিরক্ষণম্', কেশবচন্দ্র দাশের 'আশা', বীণাপাণি পাটনীর 'প্রতিবুদ্ধা' প্রভৃতি রচনাগুলিতেও আধুনিক সমাজের নারীদের সমস্যার চিত্র পরিলক্ষিত হয় ।

৫) ভেদাভেদজনিত সমস্যা: জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদ আধুনিক সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে । স্বাভাবিকভাবে সেই বিষয়গুলিও আধুনিক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে । দুর্গাদত্ত শাস্ত্রীর 'তৃণজাতকম্' নাটকে জাতপাতের সমস্যার প্রকটতা পরিবেশিত হয়েছে । আবার রমাকান্ত শুক্লার 'পণ্ডিতরাজীয়ম্' নাটকে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বিবাহ করে শাহজাহানের পালিতা কন্যা লবঙ্গীকে । সমাজের নেতৃবৃন্দ এই হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ মেনে নিতে পারেনি । পরক্ষণে লবঙ্গী ও জগন্নাথের ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হয় । যার ফলস্বরূপ তারা মৃত্যুবরণ করে । আধুনিক যুগেও ভিন্ন ধর্মে ভিন্ন বর্ণে বিবাহের কারণে বহু নরনারীকে সমাজের উঁচু স্তরের নেতৃবৃন্দের রোষের শিকার হতে হয়েছে । বর্তমান সংবাদপত্রগুলিতে এর অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায় ।

৬) শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকদের সমস্যা: 'No Work, No Pay' নিয়মাবলীতে কর্মরত শ্রমিকদের দুর্দশা যখন চরমে পৌঁছায় তখন ন্যায্য অধিকারের দাবী নিয়ে মালিক গোষ্ঠীর অবমাননার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে শ্রমিক আন্দোলন, দফায় দফায় চলে ধর্মঘট ও কর্মী জমায়েত । শিল্প শহরগুলিতে এমন ঘটনা প্রায়শই দেখা যায় । আধুনিক যুগের প্রাসঙ্গিকতাকে দৃষ্টিতে রেখে স্বাভাবিকভাবে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কলমে শ্রমিক আন্দোলন একটি জায়গা করে নিয়েছে । বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য বিরচিত 'শার্দূলশকটম্' নাটকে একটি পরিবহন সংস্থার তারাতলা ডিপোয় শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আহ্বানে ধর্মঘট, পরবর্তীকালে আলোচনার মাধ্যমে সেই ধর্মঘট প্রত্যাহার, আবার পরিবহন সংস্থার হেড কোয়ার্টার্স গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে পরিবহন সংস্থার কর্মীদের জমায়েতের চিত্র বর্ণিত হয়েছে ।

উপসংহার: কালের দর্পণরূপ সাহিত্যে সমকালীন সমস্যাগুলির স্থান পাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক । এক্ষেত্রে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির বিশেষ ভূমিকা থাকে । সংস্কৃত সাহিত্য চিরাচরিত গণ্ডির বাইরে কতটা সাবলীল কতটা সমর্থ তার পরিচয় আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য বহন করে চলেছে । কল্পকথায় আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে বাস্তবিক সমাজের সমস্যার চিত্র পরিবেশনের মাধ্যমে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে । এই আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্প ও নাটক সমসাময়িক সমস্যার পাশাপাশি সমসাময়িক মানসিক প্রবৃত্তিগুলিরও যেন জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে ।

তথ্যসূত্র :

১. 'আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য', ঋতা চট্টোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা - ২৮ ।
২. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৩৮ ।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৩ ।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৯ ।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩১ ।
৬. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪৭ ।
৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪৮ ।

গ্রন্থঋণ :

১. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা | আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য | প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯ |
২. ভট্টাচার্য্য, তারাপদ | কথা দ্বাদশ | সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০০৪ |